শৈলকূপায় স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে স্বামী গুরুতর আহত, স্ত্রী আটক

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় পারিবারিক কলহের একপর্যায়ে স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে স্বামী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত স্বামী মোঃ মিরাজ বিশ্বাস (৪০), উপজেলার ১৩ নং উমেদপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের আবু বকর বিশ্বাস এর ছেলে । অভিযুক্ত স্ত্রী মোছাঃ সুমাইয়া খাতুন (২৫), যশোর জেলার সদর থানার দলনগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ায় মিরাজ দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সুমাইয়াকে বিয়ে করে ঘরে আনেন।

অভিযোগ রয়েছে, গত এক বছরে সুমাইয়া সংসারের কোনো কাজকর্ম করেন না এবং আগের পক্ষের সন্তানদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হতো।

আহত মিরাজ জানান, তিনি তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। গতকাল সামান্য কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তার স্ত্রীকে একটি চড় মারেন।

এরই জের ধরে গত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীর গলায় ও গোপনাঙ্গে আঘাত করেন স্ত্রী।

মিরাজের চিৎকার শুনে তার বাবা-মা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে শৈলকূপা থানার এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত সুমাইয়াকে পুলিশ হেফাজতে নেন। শৈলকূপা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

একটি সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবীর প্রত্যাশায় ঝিনাইদহে “বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২৬” উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের আয়োজনে ব্যাংকের কার্যালয় চত্বরে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক মো. নূরুন্নবী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সহ-সভাপতি এম এ গফুর, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সদস্য ও জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, জেলা সমবায় অফিসার মো. তানভীর আহমেদ, এবং ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফারুক হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার শামীমা নাসরিন, এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার মো. জাহিদুর রহমান, সদস্য সৈয়দ শফিউল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, সাইফুর রহমান ও জাফর ইকবালসহ অন্যান্যরা। এ সময় সমবায় ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ ও বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরে সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 0, [redacted] 0

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

ভয়-ভীতি প্রর্দশণ করে চলেছে মামলার বিবাদীরা। দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ্য হয়েও বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছেন তিনি।

গত ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ৫নং কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের কিসমত ঘোড়াগাছা গ্রামে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এই হামলায় আহত মিজানুর রহমান একই গ্রামের মৃত আবুল হোসেন মিয়ার ছেলে। তিনি পুলিশের সহায়তায় ওই দিনই রাতে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। ওখানে ৬দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর পায়ের ঘা না শুকানোর কারণে উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। দীর্ঘ ১৩ দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর ঢকা মেডিকেল থেকে রিলিজ নিয়ে ছেলের বাসায় উঠেছেন।

এই দীর্ঘ চিকিৎসার পরেও তিনি গ্রামে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন। সন্ত্রাসীরা তাকে জানে মেরে ফেলার হুমকী দিয়ে আসছে। হামলার ঘটনা থানার ওসি সাহেব সব জানার পরেও রাজনৈতিক চাপে থানায় মামলা না নিয়ে না অযুহাত দেখাচ্ছেন। ওদিকে মামলা তুলে নিতে তার পরিবারকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে যাচ্ছেন এলাকার ওইসব সন্ত্রাসীরা।

থানার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মিজানুর রহমান সোনা গত ২ সেপ্টেম্বর, প্বার্শবর্তী কুল্ল্যগাছা বাজার থেকে সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাড়ি ফিরছিলেন, এসময় কিসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের পিন্টুর দোকানের সামনে পৌঁছালে নাজির হোসেনের ছেলে বুরহান তার সাইকেল থামিয়ে পথরোধ করে মামলা তুলে নিতে চাপ দেয়, সেসময় তিনি রাজি না হলে দোকানে বসে থাকা মোর্জেম হোসেনের ছেলে কনক, হাবিব, মনোয়ার ও রাব্বুলসহ আরও কয়েকজন মশিয়ারের নেতৃত্বে তাকে লাঠি, রড ও হাতুড়ি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। তখন তার আত্মচিৎকারে পাশের কয়েকজন দৌড়ে এসে জানে রক্ষা করে। সেসময় তারা বার বার বলতে থাকে মামলা তুলে না নিলে এরপর জানে মেরে ফেলা হবে।
ঘটনা সূত্রে জানা যায়, বাদি মিজানুর রহমান সোনার বাড়িতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিবাদীরা মিজানুর রহমানের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘরে লুটপাট, ভাংচুর ও মারধরের ঘটনা ঘটায়। সেই ঘটনায় মিজানুর রহমান বাদি হয়ে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি জি আর মামলা করে যার নং ১৯৭/২০২৪, বর্তমানে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলাটি কোর্ট থেকে তুলে নিতে এই সংঘবদ্ধ চক্রটি বিভিন্ন সময় তার বাড়ির আশেপাশে গালিগালাজ করে, মাঝে মধ্যে ইট-পাটকেল ছোড়ে এবং জানে মেরে ফেলার হুমকী দেয়।

জীবনের ভয়ে মিজানুর ও তার পরিবারের লোকজন সন্ধ্যার পরে বাড়ি থেকে বের হয়না এবং তার ছোট ভাই শাহীন কবির ঝলক সন্ত্রাসীদের ভয়ে দীর্ঘ ২বছর বাড়ি ছাড়া রয়েছে । এই ঘটনার জেরে গত ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মিজানুর রহমান সোনাকে তারা রাস্তায় ফেলে মারধর করেছে।

এছাড়া আহত মিজানুর রহমান কে চিকিৎসার জন্য দ্রুত হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে চাইলে বিবাদীরা তাতে বাধাঁ দেয়, কোন ভ্যান, ইজি বাইক চালক ভয়ে আহত মিজানুর কে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইনা। পরে হরিণাকুণ্ডু থানার তৎকালিন অফিসার ইনচার্জ জুলফিকার আলীকে জানালে তিনি পুলিশ পাঠিয়ে তাকে হাসাপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেণ বলে আহতের স্বজনরা জানান।

এই ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জুলফিকার আলী বলেন আমি বিষয়টি শুনার সাথে সাথে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম, ভিকটিমকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এসব ঘটনার পরেও অদৃশ্য কারণে ওসি মামলা নিতে গড়িমশি করেন। মামলার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন বসাবসি করে মিমাংশা করার চেষ্টা করছি।

নতুন নিকাহ্ রেজিস্টার নিয়োগ না দেওয়ার দাবীতে ঝিনাইদহে স্মারকলিপি পেশ

দেশের প্রতিটি ওয়ার্ড ও ইউনিয়নে নতুন করে একাধিক নিকাহ্ রেজিস্টার নিয়োগ না দেওয়ার দাবীতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারক লিপি দিয়েছে ঝিনাইদহের কাজীরা। মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

সেসময় বাংলাদেশ মুসলিম নিকাহ্ রেজিস্টার ও নিকাহ্ রেজিস্টার কল্যাণ ঐক্য পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সুবহান, সহ-সভাপতি

সাইদুর রহমান, সেক্রেটারী মোস্তাফিজুর, কালীগঞ্জ থানার সভাপতি ইসরাইল হোসেন, সদস্য সাইদুর রহমান, উমর ফারুকহসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি প্রদাণ শেষে তারা বলেন, বর্তমানে একটি নিকাহ্ রেজিস্টার মাসে গড়ে ৫ থেকে ৭ টি বিবাহ রেজিস্টি করেন। এই সীমিত উপার্জনে দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতির সাথে পাল্লা দিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে সংসারের খরচ মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

এর মাঝে যদি আবারো প্রতিটি ইউনিয়নে নতুন করে একাধিক নিকাহ্ রেজিস্টার নিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে বর্তমান নিকাহ রেজিস্টাররা আর্থিক অনটনে পড়বেন। তাই সরকারের এই সিন্ধান্ত না নেওয়ার দাবী জানান তারা।

বেপরোয়ারা মোটরসাইকেল চালানোয় প্রাণ গেলো ২০ মাস বয়সী এক শিশুর

ঝিনাইদহে শহরের তামান্না পার্ক এলাকায় বখাটে এক যুবকের বেপরোয়ারা মোটরসাইকেল চালানোয় প্রাণ গেলো রিক্তা খাতুন নামের ২০ মাস বয়সী এক শিশুর। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বখাটে রায়হান ও তার স্ত্রী জ্যোতি শনাক্ত হলেও তারা রয়েছে ধরাছোয়ার বাইরে।

জানা যায়, গত ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শহরের তামান্না পার্ক এলাকায় চরমুরারীদহ গ্রামের প্রবাসী রেজাউল ইসলামের স্ত্রী তার ২০ মাস বয়সী কণ্যা শিশুকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলো। সেসময় শৈলকুপার দুধসর গ্রামের রানা জোয়ার্দ্দারের ছেলে রায়হান তার স্ত্রী জ্যোতি খাতুনকে নিয়ে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে গল্প করতে করতে শহরের দিকে যাচ্ছিলো।

ঘটনাস্থলে পৌঁছালে শিশুটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় শিশুটি। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার

করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুরে মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়।

ঝিনাইদহ থেকে ফরিদপুরে নেওয়ার পথে মারা যায় শিশুটি। বেপরোয়া গতি ও মোটর সাইকেলে গল্প করার কারণে শিশুটি নিহতের ঘটনায় অভিযুক্তদের শনাক্ত করলেও এখনও ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছে তারা।

নিহতের পিতা প্রবাসী রেজাউল ইসলাম বলেন, আমার ছোট্ট শিশুটিকে মোটরসাইকেল ধাক্কা দিয়ে হত্যা করার পরও এখনো আটক হয়নি বখাটে রায়হান। আমি আমার শিশু হত্যার বিচার চাই।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, শিশুটির মৃত্যুর ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে অসাবধানত পা পিচলে নীচে পড়ে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার কালীগঞ্জে মোবারকগঞ্জ রেল স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, রাজধানী ঢাকার খিলক্ষেত জোয়ার সাহারা এলাকার ইকবাল হোসেনের মেয়ে রাবেয়া খাতুন খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন। সকাল ৮টার দিকে স্টেশন থেকে বিরতীর পর যাত্রা শুরু করলে ওই নারী ট্রেনে উঠতে যান। এসময় অসাবধনতায় পা পিচলে নীচে পড়ে গেলে ট্রেনে তার দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা। সেখান থেকে তাকে যশোর রেফার্ড করা হলে পথেই তার মৃত্যু হয়।

মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের মাস্টার নয়ন খন্দকার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে তারা দ্রুত

ঘটনাস্থলে পৌছে ওই নারীকে হাসপাতালে নেয়। তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়া যশোর রেফার করা হয়েছিলো। তবে যশোরে নেয়ার পথেই ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে।

ঝিনাইদহে পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনে থেকে ককটেল সদৃশ্য দুটি বস্তু উদ্ধার

ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনে থেকে ককটেল সদৃশ্য দুটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে এ বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় ফল ব্যবসায়ী নিশান হোসেন জানান, প্রতিদিনের মত শনিবার সকালে পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনের অস্থায়ী ফলের দোকান খুলছিলেন তিনি। দোকান খোলার সময় তিনি সেখানে ব্যাগের মধ্যে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো ককটেল সদৃশ্য দুটি বস্তু দেখতে পেয়ে পুলিশ খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সেগুলো উদ্ধার করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার এস আই সুশান্ত কর্মকার বলেন, ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কে বা কারা এগুলো রেখে গেছে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে

[redacted]

[redacted]

এছাড়া অন্যান্য অতিথিরাও বলেন, “শিক্ষা ও খেলাধুলার সমন্বয়েই একটি আদর্শ প্রজন্ম গড়ে ওঠে। তাই তরুণদের মাদকমুক্ত রাখতে আমাদের সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। তাদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।”
আলোচনা শেষে তরুণদের মাঝে প্রধান অতিথি ফুটবল বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহে সার মজুদ রাখার দায়ে ডিলারকে জরিমানা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী এলাকায় অবৈধভাবে সার মজুদ রাখার দায়ে বিএডিসি’র এক সার ডিলারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে মজুদ করা ৩০ বস্তা টিএসপি সার সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের মাঝে বিক্রি করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়খালী এলাকার মেসার্স সৌভিক এন্টারপ্রাইজে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়। অভিযানে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি অবৈধভাবে মজুদ রাখা ৩০ বস্তা টিএসপি সার সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হয়।

সার বিক্রি ও জরিমানাসহ মোট ৫০ হাজার ৫০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপা রানী সরকার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা বলেন,’কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত সার অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা বা কৃত্রিম সংকট তৈরির কোনো সুযোগ নেই। সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকের কাছে সার পৌঁছে দিতে নিয়মিতভাবে বাজার ও ডিলারদের কার্যক্রম তদারকি করা হচ্ছে। অনিয়ম পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’